দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

তথ্য ও পরিসংখ্যান
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষকদের পদোন্নতি

১৯৮৪ সালের শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন-এর মহা সম্মেলনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সহৃদয় ঘোষণার প্রেক্ষিতে সরকারী কলেজের ১৩১ জন মাস্টারস ডিগ্রীধারী প্রদর্শক শিক্ষকদের প্রভাষক পদে পদোন্নতি হয়েছে। পরবর্তীতে আর পদোন্নতি হয়নি।

এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

শফিউল ইসলাম, প্রদর্শক শিক্ষক,
ভূগোল বিভাগ,
আবদুলপুর সরকারী কলেজ,
নাটোর।

১৯৯১ সালের এস এস সি পরীক্ষার পাঠ্য ক্রমে অসঙ্গতি

১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ১৯৮৯ সনে যে ছাত্র ছাত্রীর নবম শ্রেণীতে আছে তারাই ১৯৯১ সনে এসএসসি পরীক্ষা দেবে। ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করায় তা সকল মহলেই প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু পাঠ্যক্রমে কিছুটা অসঙ্গতি রয়েছে। এতে পরীক্ষার ফলাফলেও তার প্রতিফলন পড়াটা স্বাভাবিক। কেননা যারা ধর্ম-শাস্ত্রের বদলে বাণিজ্যিক গণিত, টাইপ রাইটিং ইত্যাদি নৈর্বাচনিক বিষয় নেবে, তাদের নম্বর বেশী পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কাজেই পাঠ্যক্রমে বৈষম্য থাকা উচিত নয়। পাঠক্রমে এই বৈষম্য অনেক ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও অভিভাবকের উদ্বেগের কারণ ঘটিয়েছে। আমরা চাই নীতিবান নাগরিক, ধর্মশিক্ষা সেই নীতিবান নাগরিক সৃষ্টিতে সহায়তা করবে। সুতরাং সকল ধর্মের ছাত্রছাত্রী যার যার ধর্ম শিক্ষা করবে এটাই কাম্য। আমাদের বক্তব্য হল একই দেশে দু ধরনের ব্যবস্থা হওয়া উচিত নয়। এর ফলে কেবল অসঙ্গতিই সৃষ্টি হবে না, অসম প্রতিযোগিতারও সৃষ্টি হবে।

কর্তৃপক্ষ বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য সমান সুযোগ সংরক্ষণ ও ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, এ আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ মুজিবুর রহমান
পাড়াতলী, রায়পুরাহকান্দি, জেলা নরসিংদী ভৈরব।